যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
বগুড়া।
৯৯তম নিয়মিত ব্যাচ।

গবাদি পশুপালন সেশন- ১৪

মোছাঃ শাহানাজ বেগম

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের বাচ্চা ৩-৪ মাসের মধ্যে দুধ ছেড়ে দেয়। ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল ৩-৪ মাস বয়সে সাধরণত ৩-৪ কেজি ওজন হয়। এই সময় তাদের ঘাস জাতীয় খাদ্য হজম করার শক্তি পুরোপুরি হয় না। ছাগল নানা প্রকার খাদ্যবস্তু খেতে পছন্দ করে। খাদ্যের সন্ধানে এরা বহুদূর পর্যন্ত গমন করে। ছাগলে মুখ খুব শক্ত। এরা বিভিন্ন প্রকার লতাপাতা ঝোপঝারের কচি পাতা, কাঁঠাল পাতা, গুল্ম প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করে। ১.০-১.৫ কেজি সবুজ ঘাস এবং ২৫০-৩৫০ গ্রাম দানাদার খাদ¨ যথেষ্ট।

বয়স ও ওজনভেদে ছাগল ভেড়া ছানার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ নিম্নে বর্ণিত

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন(কেজি)	দৈনিক খাদ¨ (গ্রাম)			
		দুধ/বিকল্প দুধ	দানাদার খাদ¨	কাঁচা ঘাস	ইউএমস/প্রক্রিয়াজাত খড়
০	১.৫	২৯০			
১	২.০	৩৬০			
২	২.৪	৪১০	১০	সামান্ন¨ পরিমাণ	
৩	২.৮	৪৬০	১০	সামান্ন¨ পরিমাণ	
৪	৩.১	৫০০	১০	সামান্ন¨ পরিমাণ	
৫	৩.৬	৫৬০	২০	সামান্ন¨ পরিমাণ	
৬	৪.০	৬০০	২০	১০০	সামান¨ পরিমাণ (১০ গ্রাম)
৭	৪.৪	৬০০	৩০	১০০	”
৮	৪.৭	৬০০	৩০	১০০	”
৯	৫.০	৬০০	৩০	১৫০	”
১০	৫.৪	৫৫০	৫০	৫০	৩০
১১	৫.৭	৫০০	৭০	৭০	৩০
১২	৬.১	৪৫০	৯০	৯০	৩০
১৩	৬.৯৬	২০০	১৫০	১৫০	৪০
১৪	৭.৩৮	১০০	২০০	২০০	৫০
১৫	৭.৮০	-	২৫০	২৫০	৭০

বয়স ও ওজনভেদে খাসীর প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ নিম্নে বর্ণিত

বয়স (মাস)	ওজন (কেজি)	পাতা/ঘাস (কেজি)	ইউএমএস(কেজি)	দানাদার খাদ¨(গ্রাম)	ভাতের মাড় (গ্রাম)
৩	৬.০	০.৪০০	-	১০০	৪০০
৪	৭.৮	০.৪৫০	০.০২০	২০০	৪০০
৫	৯.৬	০.৫০০	০.০৫০	২০০	৪০০
৬	১১.৫	০.৬০০	০.০৫০	২৫০	৪০০
৭	১৩.২	০.৮০০	০.১০০	২৫০	৪০০
৮	১৫.০	১.০০	০.১৫০	৩০০	৪০০
৯	১৬.৮	১.০০	০.২০০	৩০০	৪০০
১০	১৮.৬	১.২০	০.২০০	৩০০	৪০০
১১	২০.৪	১.৩০	০.২০০	৩০০	৪০০
১২	২২.২	১.৩০	০.২০০	৩০০	৪০০
১৩	২৪.০	১.৫০	০.২০০	৩০০	৪০০
১৪	২৫.৮	১.৬০	০.২০০	৩০০	৪০০
১৫	২৬.৫	১.৮০	০.২০০	৩০০	৪০০
৯	১৬.৮	১.০০	০.২০০	৩০০	৪০০
১০	১৮.৬	১.২০	০.২০০	৩০০	৪০০
১১	২০.৪	১.৩০	০.২০০	৩০০	৪০০
১২	২২.২	১.৩০	০.২০০	৩০০	৪০০
১৩	২৪.০	১.৫০	০.২০০	৩০০	৪০০
১৪	২৫.৮	১.৬০	০.২০০	৩০০	৪০০
১৫	২৬.৫	১.৮০	০.২০০	৩০০	৪০০

যত্ন ও পরিচর্যা

গর্ভবর্তী ছাগীর পরিচর্যা ঃ

- ছাগীর গর্ভধারণকাল ১৪৫ দিন (প্রায় ৫ মাস)। ছাগীর গর্ভধারণকাল পূর্ণ হওয়ার এক/দুই দিন আগে বাচ্চা প্রসবের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।
- বাচ্চা প্রসব করার অন্তত এক সপ্তাহে পূর্বেই তাকে প্রসূতি ঘরে স্থানান্তর করতে হবে।
- গর্ভবর্তী অবস্থায় ছাগীকে উঁচু মাঁচায় ওঠতে দেয়া যাবে না।
- সকালে বাহিরে আলাদা খোয়াড়ে বা গাছের নিচে বেধে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রসবের পূর্বে ছাগীর ওলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক সময় ওলান খুব বেশী শক্ত হয়ে যায়। তখন দুধ ফেলে দেয়া ভালো। তা না হলে ওলানপ্রদাহ বা (Mastitis) দেখা দিতে পারে।
- গর্ভবর্তী অবস্থায় ছাগীকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান যেমন শক্তি, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ ও পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে।
- গর্ভের ১ম মাসে ১-১.৫ মিঃ লিঃ ভিটামিন এডিই এবং গর্ভের শেষ দুই সপ্তাহে ১-১৫. মিঃ লিঃ ভিটামিন বি. কমপ্লেক্স (বিশেষতঃ বায়োটিন) ইনজেকশন দিতে হবে। এতে ছাগীর প্রেগনেন্সি টক্সিমিয়ার ঝুঁকি কমে যায়।
- ৮) যেসব ছাগীকে পূর্বে পিপিআর, গোটপক্স, একথাইমা, ব্রুসেলোসিস ইত্যাদি ভেকসিন দেয়া হয়নি তাদেরকে গর্ভের ৫ম মাসের মধে¨ ভেকসিনসমূহ দিতে হবে। এতে বাচ্চা তার মা থেকে উক্ত রোগসমূহের প্রতিষেধক পাবে।
- গর্ভের শেষ ১-২ সপ্তাহে ছাগীকে ব্রডস্পেকট্রাম কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

ছাগীর প্রসব ও প্রসব পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ঃ

- ✓ সম্ভাব¨ প্রসবের ১ সপ্তাহ পূর্বে ছাগীকে প্রসবের জন¨ নির্ধারিত স্থানে রাখতে হবে। উক্ত স্থানে পরিস্কার মূত্র বা বিষ্ঠামুক্ত খড় বিছিয়ে দিতে হবে। এ সময়ে ছাগীকে কোনভাবেই দূরবর্তী স্থানে পরিবহন বা প্রতিকূল অবহাওয়ায় স্থানান্তর করা যাবে না।
- ✓ প্রসবের লক্ষণ দেখা দিলেই ছাগীর পিছনের অংশ ও ওলান পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর ০.০৫-০.১% দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে মুছে দিতে হবে।
- ✓ বাচ্চা প্রসবের পর পর তার নাভি ২-৩ সেঃ মিঃ রেখে বাকি অংশ কেটে দিতে হবে এবং উক্ত স্থানে টিংচার অব আয়োডিন লাগিয়ে দিতে হবে।
- ✓ বাচ্চা প্রসবের সাথে সাথে পরিস্কার করে মায়ের শাল দুধ খেতে দিতে হবে। যেসব বাচ্চা নিজে খেতে পারে না তাদেরকে দুধ চুষতে সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনে শাল দুধ টেনে বাচ্চার মুখে দিতে হবে।
- ✓ মায়ের জরায়ুতে যাতে ইনফেকশন না হয় সেজন্য জননাঙ্গকে ০.০৫-০.১% পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে জরায়ুতে এন্টিবায়োটিক বোলাস (যেমন ১/৪ রেনামাইসিন বা ইউটোসিল ট্যাবলেট) দিতে হবে।
- ✓ প্রসবের ২৪ ঘন্টা পরও ফুল না পড়লে (প্রতি ১০ কেজির জন্য ১-২ মিঃলিঃ) অক্সিটোসিন ইনজেকশন দিতে হবে।

ভেড়ীড় প্রসব ও প্রসব পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ঃ

- আবদ্ধ্যবস্থায় পালিত ভেড়ীকে গর্ভধারণের শেষ এক সপ্তাহে মেটারনিটি প্যান বা প্রসব ঘরে রাখতে হবে। প্রসব ঘর/খাঁচা শুষ্ক, ময়লা আবর্জনা মুক্ত পর্যাপ্ত আলো বাতাস এবং খাদ্য ও পানির ব¨বস্থা সমন্বিত হতে হবে। মেটারনিটি প্যান বা প্রসব খাঁচার আয়তন কমপক্ষে ভেড়ী প্রতি ২০ বর্গফুট হতে হবে।
- চরে খাওয়া গর্ভবতী ভেড়ীকে গর্ভাবস্থায় শেষ ২ সপ্তাহে বিশেষ নজরে রাখতে হবে।
- প্রসবের লক্ষণ (যেমন- প্রসব বেদনা, ব্যাথার কারণে ভেড়ী ওঠা বসা করবে, যোনীদ্বারে পাতলা স্বচ্ছ মিউকাস দেখা দিবে, ভেড়ীর ওলান দুধে ভরে উঠবে) প্রকাশ হওয়ার পর ভেড়ীর কাছে উপস্থিত থেকে তাকে প্রসবে সহায়তা করতে হবে। এ সময় কাছাকাছি পরিস্কার শুষ্ক খড়, স্যালাইন গোলানো পানি, নাভী কাটার কাঁচি বা ছুরি, আয়োডিন যেমন- পভিসেপ বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ রাখতে হবে। তাছাড়া ভেড়ীর খাবারের জন্য চাল/ভুট্টা গ্রম এর জাউ রাখতে হবে।
- প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চার সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ নাকে শ্লেষ্মা সরিয়ে নাকের মধ্যে ফু দিয়ে বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাসে সহায়তা করতে হবে।
- নাভি কাটার (শরীর থেকে দুই আঙ্গুল নিচে) পর সেখানে টিংচার-অব-আয়োডিন দিয়ে মুছে দিতে হবে।

ভেড়ীড় প্রসব ও প্রসব পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ঃ

- বাচ্চাকে মায়ের সামনে রাখতে হবে যাতে মা সহজে বাচ্চাকে চেটে পরিস্কার করতে পারে। প্রয়োজনে শুকনো খড় বা গামছা দিয়েও বাচ্চাকে দ্রুত পরিস্কার করা যেতে পারে।
- দুই বা ততোধিক বাচ্চা প্রদানের ক্ষেত্রে মাকে প্রতিটি বাচ্চা প্রসবের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে।
- বাচ্চাকে মোটামুটি পরিস্কার করে দ্রুত শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি বাচ্চা যেন শালদুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

❑ বাচ্চা প্রসবের পর ভেড়ীকে স্যলাইন গোলানো পানি (প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ৫ গ্রাম লবণ) ২-৩ লিটার হারে পান করতে দিতে হবে। ভেড়ীকে এ সময়ের জাউসহ ভাল ঘাস সরবরাহ করতে হবে।

❑ বাচ্চাকে শাল দুধ প্রদানঃ

প্রসবের পর প্রথম তিন দিন যে দুধ পাওয়া যায় তাকে সাধারণত শাল দুধ (Colostrum) বলে। সাধারণ দুধের তুলনায় এই দুধে প্রোটিন এবং খনিজ পদার্থ বেশী থাকে শাল দুধে গামা- গ্লোবিউলিন, প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ, বি থাকে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ধন্যবাদ